বিছমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম
একটি নিরপেক্ষ দৈনিক The Daily Ajker Deshbidesh
আজাকের দেশবিদেশ
Cox`s Bazar : Tuesday 18 March 2008

ইউএনডিপি প্রতিনিধির সাথে জেলা পুলিশের বৈঠক

টুরিষ্ট পুলিশ কার্যক্রমের লজিষ্টিক সাপোর্ট দিতে এগিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা

টুরিষ্ট পুলিশ সম্পর্কিত বৈঠকে ইউএনডিপি প্রতিনিধি মাইকেলের সাথে এএসপি সার্কেল সাইফ উদ্দিন।

স্টাফ রিপোর্টার

পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও জেলার পর্যটন স্পটগুলির আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আলাদা বীচ পুলিশ বা ট্যুরিষ্ট পুলিশ গঠনের কার্যক্রমে এগিয়ে আসছে ইউএনডিপি ও ডিএফআইডি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এ কার্যক্রমের অন্যতম পার্টনার হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম ও বীচ পুলিশ প্রোগ্রামকে সহযোগিতা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই আলোকে পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রামের বিশেষজ্ঞ ইউএনডিপি প্রতিনিধি মাইকেল ৩ দিনব্যাপী কক্সবাজার সফর করেছেন।

পর্যটন নগরী কক্সবাজার এবং জেলার বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটগুলিতে ক্রমান্বয়ে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বাড়ছে। একটানা কয়েকদিন ছুটি পেলেই দলে দলে পর্যটক এখানে ছুটে আসে। এরকম একটি ছুটির সময় কক্সবাজারে প্রায় দুই লাখ পর্যটকের আগমন ঘটার নজীরও রয়েছে। একই সময় হাজার হাজার পর্যটক অন্যান্য পর্যটন স্পটে ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। তাই পর্যটন স্পটগুলির আইন শৃংখলা রক্ষা ও পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। কারণ জেলা পুলিশের জনবল ও অন্যান্য লজিষ্টিক সাপোর্টের অভাব। বর্তমানে জেলা পুলিশ এবং সৈকত ফাঁড়ির পুলিশ এ দায়িত্ব পালন করলেও [illegible] নয়। (পৃষ্ঠা-১ ঃ কলাম- ৭)

টুরিষ্ট পুলিশ কার্যক্রম

তাই জেলা পুলিশ তথা জেলা পুলিশ সুপার শুধুমাত্র পর্যটন খাত দেখাশোনা করার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি বীচ পুলিশ বা ট্যুরিষ্ট পুলিশ দল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে আপাততঃ ৬টি স্পটে অর্থাৎ পর্যটন স্পট মহেশখালী আদিনাথ মন্দির, কক্সবাজার ডায়াবেটিক হাসপাতাল পয়েন্ট, সৈকত পুলিশ ক্যাম্প, কলাতলী পয়েন্ট, হিমছড়ি পুলিশ ক্যাম্প ও ইনানী সী বীচ ক্যাম্পে ৪০ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকতে বীচ পুলিশের ক্যাম্প স্থাপনের কথা রয়েছে।

পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ অতি সম্প্রতি কক্সবাজার সফরকালে সাংবাদিকদের বলেছেন বীচ পুলিশের প্রস্তাবনা ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে। দুইজন এ এস পি সহ ১৯২ জন সদস্য নিয়ে বীচ পুলিশ দল গঠিত হবে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা পুলিশ সদস্যা ও থাকবে। তিনি বলেন, বীচ পুলিশ দল গঠিত হলে শুধুমাত্র যে পর্যটন এলাকার আইন শৃংখলা রক্ষা ও পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান হবে তা নয়। এর ফলে পাহাড় কাটা, পাথর উত্তোলন, পরিবেশ রক্ষাও হবে।

জানা গেছে, পুলিশ রিফর্ম প্রকল্প উক্ত বীচ পুলিশ দল গঠন প্রস্তাবকে সমর্থন যোগাচ্ছে। ফলে পুলিশ রিফর্ম প্রকল্পের সাথে জড়িত ইউএনডিপি ও ডিএফআইডি বীচ পুলিশ গঠন প্রস্তাব বাস্তবায়নে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও এ কাজে অন্যতম সহযোগী হচ্ছে।

পুলিশ রিফর্ম প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ ইউএনডিপির মাইকেলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ৩ দিন কক্সবাজার সফর করেছে। এ সময় তারা জেলা পুলিশ সুপার বনজ কুমার মজুমদারের সাথে বৈঠক করা ছাড়াও গতকাল ১৭ মার্চ সকালে কক্সবাজার সাগর পাড় লাবণী পয়েন্ট পুলিশ বক্সে পুলিশ ও কমিউনিটি পুলিশ কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় বিশেষজ্ঞ মাইকেল বলেন বীচ পুলিশ দল গঠিত হলে তাদের তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং সরঞ্জামাদি দেবে। হেলফ ডেস্ক পরিচালনায় সহযোগিতা করবে। গতকালের বৈঠকে এ এস পি সার্কেল সদর সাইফ উদ্দিন শাহীন, ওসি সদর মহিউদ্দিন, সার্জেন্ট মামুন, সাংবাদিক আবদুল কুদ্দুস রানা, আব্দুল মাবুদ, সরওয়ার আজম মানিক, কমিউনিটি পুলিশ কর্মকর্তা পৌরসভার সাবেক কমিশনার উদয় শংকর পাল মিঠু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।